বিটিআই-এর কমপ্লেক্স

বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বিল্ডিং টেকনোলজি এন্ড আইডিয়াস লিঃ (বিটিআই)

নগরীর কেন্দ্রস্থলে এবং আবাসিক ও বাণিজ্যিক পরিসরে ১০০ ফুট সুপ্রশস্ত আউটার সার্কুলার রোডের ওপর কমপ্লেক্স নির্মাণ করছে। ভবনটিতে থাকবে চার স্তরবিশিষ্ট আধুনিক শপিং মল এবং সর্বাধুনিক ৪৭টি আবাসিক ফ্ল্যাট সংবলিত দুটি সুদৃশ্য টাওয়ার। বিপণিকেন্দ্র ও আবাসিক টাওয়ারের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ পৃথক প্রবেশপথ ও পার্কিং সুবিধা। বিটিআই-এর মতে দ্য গ্রান্ড প্লাজা হতে চলেছে ঢাকার স্থাপত্য শিল্পে এক নতুন ও অনন্য সংযোজন। এর কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় রয়েছে পর্যাপ্ত নির্মল বাতাস পরিসঞ্চালন, যার দরুন কেন্দ্রের ভেতরের পরিবেশ থাকবে বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

প্রশস্ত করিডর, উঁচু সিলিং, ল্যান্ড স্কেপড অ্যাট্রিয়াম, ছয়টি এসকেলটর (চলন্ত সিঁড়ি), সুদৃশ্য ক্যাপসুল লিফট, নিজস্ব যান চলাচল রাস্তা, আধুনিক ফুডকোর্ট, বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য সর্বাধুনিক খেলাধুলার জায়গা, এটিএম, নিজস্ব পাওয়ার সাব-স্টেশন ইত্যাদি নিয়ে শপিং কমপ্লেক্স অংশটি হবে চমৎকার এক উপস্থাপনা। ৬৩ বর্গফুট থেকে ৩৩২ বর্গফুটের বিভিন্ন আকারের দোকান থাকছে এই কমপ্লেক্সে।

বিদেশী ও বাহারি ফিটিংস নিয়ে আধুনিকতার সর্বোচ্চ ছোঁয়ায় দ্য গ্রান্ড প্লাজায় ৫ম থেকে ১৩ তলা পর্যন্ত ২টি টাওয়ার তৈরি হবে ১৪০০ থেকে ১৬৭৫ বর্গফুটের ৪৭টি অ্যাপার্টমেন্ট। আর সেই সঙ্গে এখানেও থাকছে চলাচলের জন্য তিনটি লিফট, পার্টির জন্য কমিউনিটি রুম, বাচ্চাদের খেলার জায়গা। আর এই অ্যাপার্টমেন্টের মূল্যও ধার্য করা হয়েছে এ এলাকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

অঞ্জন'স-এর বর্ষা ও শরৎ আয়োজন

অঞ্জন'স সাধারণত ঋতুভিত্তিক পোশাক করে থাকে। অঞ্জন'স-এর এবারের আয়োজন বর্ষা ও শরৎ নিয়ে। প্রতিবারের মতো এবারও কাটিং, ডিজাইন, রঙ ও কাপড়ের ধরন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে।

মেয়েদের সালোয়ার-কামিজে রঙ হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে কালো, নীল, অ্যাশ, সবুজ। পাশাপাশি সাদা, হলুদ, কমলা রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছে হ্যান্ড এমব্রয়ডারি, ব্লক প্রিন্ট, স্ক্রিন প্রিন্ট, একলিক, টাইডাই ও মেশিন এমব্রয়ডারি। বেশির ভাগ পোশাকেই একাধিক মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু পোশাকে সিল্ক ছাড়া বেশিরভাগ পোশাকে সুতি কাপড় ব্যবহার করা হয়েছে। সালোয়ার-কামিজের মূল্যসীমা ১০৫০-২৪৫০। সালোয়ার-কামিজের পাশাপাশি রয়েছে শর্ট কামিজ ও ডিভাইডার। মূল্য ৯৯৫-১৭৫০ টাকা।

শাড়ির ক্ষেত্রে বেশির ভাগ টাংগাইল সুতি। এছাড়া রয়েছে রাজশাহী সিল্ক শাড়ি কাজ করা হয়েছে ব্লক প্রিন্ট ও হ্যান্ড পেইন্ট। মূল্যসীমা সিল্ক ১৬৫০-২৮৫০ টাকা, সুতি ৮৫০-৯৫০ টাকা।

ছেলেদের জন্য রয়েছে পাঞ্জাবি ৩৯৫-১২৫০ টাকা, শার্ট ৩৫০-৫৫০ টাকা, ফতুয়া ২২৫-৪৭৫ টাকা, টি-শার্ট ১৩০-১৭৫ টাকা, সেরোয়ানি ১৭৭৫-২৪৫০ টাকা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সুতি কাপড়। কাজ করা হয়েছে মেশিন এমব্রয়ডারি, হ্যান্ড এমব্রয়ডারি, ব্লক প্রিন্ট ও স্ক্রিন প্রিন্ট। পোশাকগুলো পাওয়া যাবে অঞ্জন'স-এর চারটি শোরুমে—বনানী, সোবহানবাগ, রাইফেলস স্কয়ার, সিদ্ধেশ্বরী।

রিমোট সিলিং ফ্যান

জুলাই মাস থেকে সিঙ্গার পণ্যসম্ভারে সংযোজন হয়েছে রিমোট কন্ট্রোলসহ ৫ ব্লেডের ফ্যান। আকর্ষণীয় মনোলোভা ডিজাইনের ৫২ ইঞ্চি সাইজের এই ফ্যানের নামকরণ করা হয়েছে– 'ক্লাসিক সুপার'। অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন (মিনিটে ২৯০ বার ঘুরে) এই ফ্যানের বিদ্যুৎ খরচ সাধারণ ফ্যানের সমান মাত্র ৭৬ ওয়াট (সর্বোচ্চ গতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। সাদা, গাঢ় বাদামি এবং নীল এই তিনটি রঙে ক্লাসিক সুপার ফ্যান দেশব্যাপী সিঙ্গার প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র এবং এক্সক্লুসিভ সেল্স এজেন্ট শপে পাওয়া যাবে। ক্লাসিক সুপার ফ্যানের নিচের বক্সে রক্ষিত থাকে রিমোট যা সর্বোচ্চ ২০ ফুট দূর থেকে সেন্স করতে পারে। রিমোটে রয়েছে একটি বাটন যার মাধ্যমে প্রথম চাপে অন এবং হাই-স্পিড, দ্বিতীয় চাপে মিডিয়াম স্পিড, তৃতীয় চাপে লো-স্পিড, চতুর্থ চাপে ন্যাচারাল স্পিড অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে বাতাস যেমন একই গতিতে থাকে না তেমনি এই স্পিডেও ক্লাসিক সুপার নিজেই বাতাসের গতি পরিবর্তন করতে সক্ষম। পঞ্চম বা শেষ চাপে ফ্যান বন্ধ হবে।

রিমোটের মাধ্যমে ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ করার ফলে বার বার স্থান ত্যাগ করে রেগুলেটরে চাপ দিয়ে গতি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন পড়ে না। বিছানায় বা চেয়ারে বসা থেকেই সব ফাংশন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই আকর্ষণীয় ফ্যানের প্রারম্ভিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩,৮৫০ টাকা।

জন প্লেয়ারের নতুন অভিযাত্রা

দুবাই : জন প্লেয়ার গোল্ড লীফের গত বছরের ভূমধ্যসাগরীয় অভিযাত্রার পর সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ওয়ার্ল্ড অ্যাডভেঞ্চারের বোট জন প্লেয়ার আজ (২৩ জুলাই ২০০২) দুবাই থেকে যাত্রা শুরু করেছে। পুরো প্রাচ্য জুড়ে কীভাবে নৌবাণিজ্যের বিবর্তন ঘটেছে ও তা আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে, সেটা অনুসন্ধান এই অভিযাত্রার উদ্দেশ্য।

সেগুন আর মেহগনি কাঠ দিয়ে তৈরি ১৪০ ফুট দীর্ঘ দুই মাস্তুলবিশিষ্ট আকর্ষণীয় চেহারার জন প্লেয়ার নতুন করে ওয়ার্ল্ড অ্যাডভেঞ্চারের প্রস্তুতি হিসেবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য গত মার্চের শুরুর দিকে দুবাই পৌঁছে। এতে করে কাঠ আর পালের নরম কাপড় এক অসাধারণ সমন্বয় তৈরি হয়েছে।

দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার নির্বিঘ্ন চলার উপযোগী করে ইঞ্জিন আর জেনারেটর নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সবার নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে স্যাটেলাইট ফোন আর নেভিগেশনাল সিস্টেমও যোগ করা হয়েছে।

এ বছরের ওয়ার্ল্ড অ্যাডভেঞ্চারের মূল সুর হল ‘স্পিরিট অব এন্টারপ্রাইজ’। সত্যিকারের সামুদ্রিক অভিযাত্রার ধারাবাহিকতায় এটিই সর্বশেষ। জন প্লেয়ার গোল্ড লীফ ব্র্যান্ড গ্রুপের ভাষায়, ‘জন প্লেয়ারের- অভিযাত্রার ধারাবাহিকতায় ২০০২-এর সমুদ্র যাত্রা প্রমাণ করবে অদম্য আকাঙ্ক্ষা কীভাবে একে এগিয়ে নিয়ে যায় আর প্রতিটি বন্দরে স্পিরিট অব এন্টারপ্রাইজের চেতনা সমুন্নত রাখে।’ তারা আরো বলেন, ‘আগামী মাসগুলোতে গন্তব্য স্থানগুলো থেকেও সমুদ্রযাত্রার ঐতিহ্য এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কল্যাণের মধ্যে বিদ্যমান যোগসূত্রের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।’

মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড হয়ে হংকংয়ের উদ্দেশ্যে জন প্লেয়ার সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে যাত্রা শুরু করবে। প্রতিটি গন্তব্যে জন প্লেয়ার ও তার ক্রুরা স্থানীয় অর্থনীতিতে নৌবাণিজ্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে।

স্পিরিট অব এন্টারপ্রাইজের সন্ধানে নতুন অভিযাত্রায় জন প্লেয়ার দুবাই থেকে হংকংয়ের পথে যাত্রা শুরু করে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে নৌবাণিজ্য কী ভূমিকা পালন করেছে, যাত্রাপথের প্রতিটি গন্তব্যে সেটা প্রত্যক্ষ করাই এ বছরের অভিযাত্রার উদ্দেশ্য।

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান

‘সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান’ গত ২৮ জুলাই ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় সমন্বয়ক রেজাউল করিম চৌধুরীর পে বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রচারাভিযানের সভাপতি এমএম আউয়াল। সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন পরিবেশ সংগঠক শেখ আব্দুল কাইয়ুম, কোষাধ্য রফিকুল ইসলাম খোকন, সহ-সম্পাদক এইচএম বজলুর রহমান, নির্বাহী সদস্য আহমেদ স্বপন মাহমুদ ও স্বপন কুমার পাল।

সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রণীত ‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে জাতীয় কৌশলপত্র (খসড়া)’ বা ‘A National Strategy for Economic Grouth and Poverty Reduction (Draft for Discussion)’-এর পরিপ্রেিতে ‘সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান’ দেশব্যাপী একটি কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা এই কৌশলপত্রের ওপর আমাদের খসড়া অবস্থানপত্র ঘোষণা করছি।

এই অবস্থানপত্রের মাধ্যমে আমরা বলতে চাই, এই কৌশলপত্র বিশ্বব্যাংকের বেঁধে দেয়া সময়সীমা বা নির্দেশনায় না হয়ে আমাদের জাতীয় স্বার্থেই আরো সংগঠিতভাবে ব্যাপকভাবে জনমতের ভিত্তিতে প্রণীত হওয়া উচিত। আমরা মনে করি, জাতি হিসেবে এই কৌশলপত্রের ‘মালিকানা’ যদি আমাদের কাছেই রাখতে হয় তাহলে এতে ব্যাপকভাবে দরিদ্র নারী ও পুরুষ, রাজনৈতিক দলসমূহ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সরকারের সকল স্তরের দপ্তর ও কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ এবং এনজিও, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও পেশাজীবীদেরও সুনির্দিষ্টভাবে এই কৌশলপত্র প্রণয়ন প্রক্রিয়ার আওতাভুক্ত করতে হবে। এই খসড়া জাতীয় কৌশলপত্রে যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়নি বা আলোকপাত করা হলেও তা অত্যন্ত খণ্ডিত এবং ব্যাপকভিত্তিক নয় এবং যেসব বিষয়ের ওপর আলোচনা আরো গুরুত্বসহকারে করা উচিত ছিলো বলে আমাদের মনে হয়েছে, সেগুলো হলো- ভূমির সুষম বন্টন ও যৌক্তিক ব্যবহার, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে বৈষম্য ও সীমাবদ্ধতা, দারিদ্র্যের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ, দুর্যোগ মোকাবেলা, দুর্নীতি ও স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ও বিকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা, শিা ও স্বাস্থ্যের বর্তমান বাজার ব্যবস্থা ও মানুষের মৌলিক অধিকার এবং কৃষি ও লোকায়ত জ্ঞান- এই বিষয়গুলোতে যে পরস্পর- বিরোধী অবস্থান বা নানা ধরনের বৈরিতা রয়েছে সেসব বিষয়ে এই জাতীয় কৌশলপত্রে কোনো মীমাংসা বা তার কোনো আভাস নেই।

মিরপুরে কাজ শুরু করলো এসিটি

সম্প্রতি মিরপুরে কাজ শুরু করেছে আইটি ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান এসিটি আইটি একাডেমী এন্ড সলিউশান প্রোভাইডার। এই সংস্থাটি মাইক্রোসফ্‌ট ওরাকল, সান ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ভেন্ডর অনুমোদিত কোর্স গুলো পরিচালনা করছে। ACT ca-এর কর্তৃপরে মতে, প্রধানত মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখেই কোর্স ফি নির্ধারণ করেছেন। এছাড়া কোর্স ফির ব্যাপারে সুবিধাজনক ইন্‌স্টলমেন্টের এর সুবিধা রয়েছে। এদের ওয়েব অ্যাড্রেস হলো- www.actbd.com

ফা. হু.